সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা

ভোমরা স্থলবন্দর

বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

ক্রেডিট নং-৬০০২-বিডি

বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) ২০.৪২ মিলিয়ন নিজস্ব অর্থায়ন এবং বিশ্বব্যাংক থেকে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋন গ্রহণের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংযোগ প্রকল্প-১ (বিআরসিপি-১)' নামক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটির মূল তিনটি উপাদান রয়েছে যার প্রথম উপাদানটি হচ্ছে ভোমরা ও বেনাপোলের অবকাঠামোগত বিনিয়োগ ও স্থলবন্দর সুবিধার উন্নয়ন সম্পর্কিত। এই সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি ভোমরা স্থলবন্দরের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফ্যাসিলিটেশন কোম্পানি (আইআইএফসি), শহীদুল কনসালটেন্ট এবং বিইটিএস (BETS) উক্ত সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন কাজে নিয়োজিত ছিল।

প্রস্তাবিত ভোমরা স্থলবন্দরটি সাতক্ষীরা জেলার ভোমরা ইউনিয়নের লক্ষ্মীদাড়ি গ্রামে বিদ্যমান বন্দরের পাশেই গড়ে উঠবে। এটি সাতক্ষীরা শহর থেকে ১৫ কিলোমিটার, খুলনা থেকে ৬৫ কিমি এবং যশোর থেকে ৮৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। স্থলবন্দরটির একপাশে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগনা জেলার ঘোজাডাঙা গ্রাম অবস্থিত। ভোমরা স্থলবন্দরটি ২০১৩ সালে ১৫.৭৩ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং প্রস্তাবিত সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ৯.৮৩৫ একর জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন।
প্রকল্পের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য সামাজিক মূল্যায়ন একটি মৌলিক উপাদান। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের আগে একটি বাছাই প্রক্রিয়া (Screening Process) সম্পন্ন করা হয় যা প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রভাব মূল্যায়নের মানদণ্ডের অবস্থা বর্ণনা করে। এটি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনা (Resettlement Action Plan), সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Social Management Plan), লিঙ্গ কর্ম পরিকল্পনা (Gender Action Plan) এবং অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ার (Grievance Redress Mechanism) সমন্বয়ে গঠিত।

প্রকল্পের সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন পরিচালনা এবং প্রাথমিক আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রকল্পের সুবিধাভোগী এবং ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের নিয়ে একাধিক দলগত আলোচনা (এফজিডি) সভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে, পরিমাণগত এবং গুণগত উভয় পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নে প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ভোমরা স্থলবন্দরের আশেপাশের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে বসবাসরত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি (Affected) এবং সুবিধাভোগীদের (Benefited) নিয়ে শুমারি (Census) করা হয়েছে।

সামাজিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের বিঁধিমালা/নীতিমালাগুলো বিবেচনা করা হয়েছে। সরকারী বিঁধিমালা/নীতিমালার মধ্যে রয়েছে (১) বাংলাদেশের সংবিধান- মৌলিক রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, (২) রূপকল্প ২০২১, (৩) সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, (৪) স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এবং (৫) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (প্রত্যাহার) আইন ২০০১ (সংশোধন ২০১১ এবং ২০১৩), বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬, বাংলাদেশ শ্রম বিধি, ২০১১, খাস ভূমি বিতরণ নীতি। অপরদিকে বিশ্বব্যাংকের বিঁধিমালা/নীতিমালাগুলোর মধ্যে অনিচ্ছাকৃত পুনর্বাসন (ওপি/বিপি ৪.১২) অনুসরণ করা হয়েছে।

সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় ভোমরা ইউনিয়ন পরিষদে ৫, ৬, ১৬ এবং ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৯ সালে ০৪টি দলগত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং Yousin-Vitti যৌথভাবে ২০১৬ সালে প্রথম দফার আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। দ্বিতীয় দফার আলোচনা সভা ভোমরা স্থলবন্দর কার্যালয়ে যথাক্রমে ৪ মার্চ, ২০২০, ৫ জানুয়ারী, ২০২১, ৬ জানুয়ারী, ২০২১ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্থানীয় অংশগ্রহণকারীরা বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় প্রস্তাবিত স্থলবন্দরটির নির্মাণ, সংস্কার ও পুনর্বাসন কার্যক্রমকে সমর্থন জানান এবং প্রকৃত বাজার মূল্যে চেয়ে বেশি ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানান। প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ মূলতঃ স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর মাধ্যমে সমাধান করা হয়েছে যেখানে পূর্ববর্তী বছরের মৌজার দামের চেয়ে অতিরিক্ত ২০০% ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা আছে। প্রস্তাবিত স্থলবন্দরের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অত্যন্ত ইতিবাচক। প্রকল্পের ফলে প্রকল্প এলাকায় নগরায়ন ও পরিবহন খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে আশা করা যায়। সীমান্ত বাণিজ্য, রফতানি, আমদানি এবং যাত্রী চলাচলের ফলে এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখবে।

প্রকল্পের একটি প্রধান সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব হল নতুন অবকাঠামো উন্নয়ন ও আবাসন সৃষ্টির ফলে গ্রামবাসীদের কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাবে। কিছু ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে আবাসিক এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেয়া জমি হারাতে হবে যা বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিছু ভাড়াটিয়া ব্যবসায়ীর ব্যবসা অস্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। এটিও ধারণা করা হয়েছিল যে, নির্মাণকালে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা (দুর্ঘটনা, আঘাত) এবং এইচআইভি/এইডস এর ঝুঁকি থাকতে পারে। পর্যাপ্ত সতর্কতা এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি পুনর্বাসন কর্ম পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

প্রকল্প অঞ্চলে সামাজিক সমস্যা নিরসনের জন্য একটি সামাজিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে সরকার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ, নির্মাণ সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য অস্থায়ী জায়গা এবং শ্রমিকদের বিশ্রামাগার (ঠিকাদারের জন্য), আবাসিক কাঠামো উচ্ছেদ, গাছ কাটা এবং রোপনের আগে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও পেশাগত স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা (দুর্ঘটনা, আঘাত/জখম), রাস্তা সুরক্ষা, যানজট, মাদকাসক্তি, এইচআইভি/এইডস, মানব পাচার, নারীদের প্রতি সহিংসতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, সংস্কৃতিক আধিপত্য/কর্তৃত্ব সম্পর্কিত ঝুঁকিও রয়েছে।

প্রকল্প এলাকায় মুসলিম ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের মহিলারা রক্ষণশীল সমাজে বসবাস করছেন। প্রকল্পে বেশিরভাগ ক্ষতিগ্রস্থ মহিলারা (৯৯%) গৃহস্থালির কাজে যুক্ত আছেন। নারীরা এগিয়ে যাচ্ছেন তবুও স্বাক্ষরতার দিক দিয়ে এখনও পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছেন (ভোমরা ইউনিয়ন পরিষদে পুরুষদের স্বাক্ষরতার হারের (৫৪%) তুলনায় মহিলাদের স্বাক্ষরতার হার ৪৯% ছিল)। প্রকল্পটি কর্মসংস্থানে লিঙ্গ বৈষম্যের অপসারণ, প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের উন্নতি, সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নারী ও কিশোরীদের প্রতি সহিংসতা কমানো, বিশেষত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের লিঙ্গ সংবেদনশীলতা এবং প্রকল্পের সমর্থনে জেন্ডার ফোকাসকে গুরুত্ব দিবে।

অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়ার (Grievance Reddress Mechanism) উদ্দেশ্য হচ্ছে সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব প্রশমিত করার জন্য ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে উত্থাপিত যেকোন সমস্যা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া, পরামর্শ গ্রহণ এবং অভিযোগ ও নালিশ নিষ্পত্তি করা, অভিযোগ নিরসন প্রক্রিয়া সমস্যাগুলি/দ্বন্দ্বগুলি আপোষে ও দ্রুততার সাথে সমাধানে সহায়তা করা। স্থানীয়ভাবে এবং বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের সদর দফতরে আপিলের মাধ্যমে অভিযোগগুলি নিষ্পত্তির জন্য স্থানীয় ও শীর্ষ পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি (Grievance Reddress Committee) গঠন করবে।